পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর
প্রশাসনিক ভবন
টেলিফোন: ০৮৮২৫৮৮৮৪৪৯৮১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০/০৯/২০২৫

পাবিপ্রবিতে 'ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস' শীর্ষক কর্মশালায় ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মাছুমা হাবিব-

(২০/০৯/২০২৫)ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সম্মান করতে হবে। তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে। তাদেরকে সময় দিতে হবে, মনযোগ দিতে হবে, কথা শুনতে হবে। তাদের মেধা, প্রতিভা বের করে আনতে হবে। যোগ্য শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। পিতামাতা যেমন সন্তানকে গুছিয়ে বড় করে তোলেন তেমনি শিক্ষার্থীদেরকে 'গুছিয়ে' বড় করে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মায়ের মতো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর জাতির বহুল আশা আকাঙ্খার পরিবর্তনের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের এই ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই আমরা শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠব। প্রত্যেক সন্তান যেমন মা-বাবাকে মূল্যায়ন করে 'আমার মা কিংবা আমার বাবা'। তেমনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হবে আমাদের নয় 'আমার শিক্ষক'। আমরা কী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 'আমার শিক্ষক হয়ে উঠেছি? আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কথা শুনবেন। এই পরিবর্তন কেবল শিক্ষকরাই করতে পারেন। যার মাধ্যমে পুরো জাতির পরিবর্তন হবে। তিনি আজ শনিবার পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শামীম আহসান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালক দুর্গারানী সরকার। রিসোর্স পারর্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির সহকারী পরিচালক মোস্তাক আহমেদ। ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, চেয়ারম্যান ও শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে ইনস্টিটিউটশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল।

অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব আরও বলেন, গবেষণা প্রবন্ধের মেধাস্বত্ব না করলে গবেষণা হারিয়ে যাবে। শিক্ষকদের গবেষণা প্রবন্ধ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইউজিসি কাজ করছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের উৎসাহ ও সচেতনা বৃদ্ধির জন্য ইউজিসি অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন বিশবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের কাজ করছে। আইনগত সহায়তা দিচ্ছে। বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল বলেন, বিগত ফ্যাসিষ্ট আমলে শিক্ষার্থীদের ব্লক করে রাখা হয়েছিল। তাদের স্বাধীনতা বন্ধ ছিল। হঠাৎ করে বাধভাঙ্গা স্বাধীনতা পেয়েছে আমাদের সন্তানরা। তারা মানসিক চাপে আছে। তাদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করা দরকার। যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া জাতি গড়ে ওঠে না।। শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা করে জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষকরা বিদেশে গিয়ে যে পরিমাণ সময় গবেষণার জন্য ব্যয় করেন দেশে ফিরে এসে আর সময় দেন না। গ্যাপটা কোথায় আমাদের ভাবতে হবে। কমিটমেন্টের লেবেল ঠিক করতে হবে আমাদের। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকরা শিক্ষারমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা দায়িত্ব নিয়ে আইকিউএসির মাধ্যমে অনেক সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা করছি। যাতে আমাদের তরুণ শিক্ষকরা যথাযথ গাইড পেয়ে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারেন। সেজন্য বাজেট বাড়ানো হয়েছে। মেধা স্বত্ব আইন নিয়ে তিনি শিক্ষকদের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শামীম আহসান বলেন, গবেষকদের গবেষণার বিষয়টি মাথায় রাখার সাথে সাথে প্যাটেন্ট করার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। কারণ আপনি যে গবেষণা করছেন তা যদি প্যাটেন্ট না করেন তাহলে তা এক সময় হারিয়ে যাবে। অন্য দেশের কেউ আপনার গবেষণা নিজের বলে চালিয়ে দেবে। এজন্য গবেষককে সচেতন হতে হবে।
এতে আরও বক্তব্য দেন ইউজিসির পরিচালক দুর্গারানী সরকার, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মীর খালেদ ইবাল চৌধুরী ও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো.শামীম রেজা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আই কিউ এসি'র অতিরিক্ত পরিচালক আশফাকুর রহমান।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে
বার্তা প্রেরক
স্বাক্ষরিত/-
২০/০৯/২০২৫
(মোঃ ফারুক হোসেন চৌধুরী)
অতিরিক্ত পরিচালক
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।
মোবাইল নং-০১৭১১৯৪২২১২
faruk_kantho@yahoo.com